''নিজের চেহারার দ্বারা বাবার চরিত্র প্রত্যক্ষ করাও, তবেই প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজবে''

আজ বাপদাদা দুটো বিশাল সভা দেখছেন। এক তো সাকার রূপে তোমরা সবাই সামনে রয়েছো এবং আরেক হলো অব্যক্ত রূপের বিশাল সভা দেখছেন। চতুর্দিকে অনেক বাচ্চা এই সময় অব্যক্ত রূপে বাবাকে সামনে দেখছে, শুনছে। দুটি সভাই একটি অপরটির থেকেও প্রিয়। আজ সবার হৃদয়ে ব্রহ্মা বাবার বিশেষ স্মৃতি ইমার্জ রয়েছে, কেননা এই ড্রামাতে ব্রহ্মা বাবার বিশেষ পার্ট আছে। সবার ব্রহ্মা বাবার প্রতি হৃদয়ের স্নেহ আছে, কারণ ব্রহ্মা বাবারও প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি গভীর প্রীতি রয়েছে। এখানে যেমন তোমরা বাচ্চারা সাকারে ব্রহ্মা বাবার গুণ আর কর্তব্য স্মরণ করো, ঠিক তেমনই ব্রহ্মা বাবাও তোমাদের অর্থাৎ সব বাচ্চাদের সমস্ত বিশেষত্বের, সেবার গুণগান করেন। তাহলে, ব্রহ্মা বাবার অব্যক্ত আওয়াজ তোমাদের সবার কাছে পৌঁছায়? তোমরা সবাই বিশেষ করে অমৃতবেলা থেকে নিয়ে যে মিষ্টি-মধুর বার্তালাপ করো কিংবা মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগও করে থাকো, সেসব শুনে ব্রহ্মা বাবা মৃদুহাসি হাসতে থাকেন আর কোন গুণগান গেয়ে থাকেন? বাঃ! বাবাকে প্রত্যক্ষ করানো আমার হারানিধি, আদরের বাচ্চারা বাঃ! ব্রহ্মা বাবা বাচ্চারা তোমাদের কাছে কী আশা রাখেন তা' জানো তোমরা?

বাবা এটাই চান যে, আমার প্রত্যেক বাচ্চা তাদের নিজ মূর্তি দ্বারা বাবার চরিত্র দেখাবে। মুখ আলাদা আলাদা হোক কিন্তু সবার মুখমন্ডলে বাবার চরিত্র যেন প্রতীয়মান হয়। যারাই দেখবে, যারাই সম্বন্ধে আসবে তারা যেন তোমাদের দেখে তোমাদেরকে ভুলে যায়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যেন বাবাকে দেখা যায়, তখনই সময়ের সমাপ্তি হবে। সবার হৃদয় থেকে এই আওয়াজ বের হতে দাও আমাদের বাবা এসে গেছেন, আমার বাবা। কেবল ব্রহ্মাকুমারীদের বাবা না, আমার বাবা। যখন সবার হৃদয় থেকে আওয়াজ বের হবে যে আমার বাবা, তখনই এই আওয়াজ চতুর্দিকে কাড়া- নাকাড়ার মতো গুঞ্জরিত হবে। সায়েন্সের যা কিছু সাধন আছে, সেই সমস্ত সাধনের মাধ্যমে এই কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকবে - আমার বাবা এসে গেছেন। এখন যা কিছুই করছো তোমরা, খুব ভালো করেছো আর করছো। কিন্তু এখন সবার কাড়া-নাকাড়া একত্রে বাজতে হবে। যেখানে শুনবে একই আওয়াজ শুনবে। যাঁর আসার ছিল এসে গেছেন - একে বলা হয়ে থাকে বাবার স্পষ্ট প্রত্যক্ষতা। এখন তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ নাম সামনে এসেছে যে ব্রহ্মাকুমারীরা- ব্রহ্মাকুমার সবাই ভালো কাজ করছে। বিদ্যালয় এবং কার্যের, নলেজের এখন মহিমা করে, খুশি হয়। এটাও বোঝে যে এমন কার্য আর কেউ করতে পারে না, এতটা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, চতুর্দিকে এই বিষয়ের মহিমা। কিন্তু এই বিষয়ের এখন স্পষ্টতা হয়নি যে, বাপদাদা এসে গেছেন। এখন পর্দা অল্প অল্প খুলতে শুরু হয়েছে কিন্তু স্পষ্ট নয়। তারা জানেও যে তোমাদের ব্যাকবোন কোনো অথরিটি, কিন্তু তিনিই বাপদাদা এবং আমাদেরও বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, জানার এই ভীত এখন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সামনে আসছে, সেটা এখন হওয়ারই। তারা এক কদম উঠায়, সেই এক কদম হলো তাদের সহযোগের। এক কদম উঠতে শুরু করেছে, সহযোগ দেওয়ার প্রেরণা ভিতরে আসতে শুরু করেছে, এখন দ্বিতীয় কদম হলো - উত্তরাধিকার নেওয়ার উৎসাহ - উদ্দীপনায় তারা এখন নিজেরা আসুক। যখন দুই কদমই এক হয়ে যাবে তখন চতুর্দিকে বাদ্যধ্বনি বাজবে। কোন্ ধরনের বাদ্যধ্বনি? - 'আমার বাবা' । তোমাদের বাবা নয়, আমার বাবা। যেভাবে তারা তোমাদের কার্যের মহিমা করে, ঠিক একইভাবে, তারা করণ-করাবনহার বাবার মহিমা আত্মসন্তুষ্টিতে হেলে-দুলে গাইবে এবং নাচবে।

এটা হওয়ারই আছে। এই দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে আসছে, আসছে তো না! কারণ বাবা আর দাদা এসেছেন, সব বাচ্চাকে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। হয় মুক্তির, নয়তো জীবনমুক্তির, কিন্তু অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক। কেউই বঞ্চিত থাকবে না। কারণ বাবা অসীম জগতের মালিক, বাবা অসীম। তাইতো যারা অসীম তাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতেই হবে। যদি যোগবল দ্বারা নিজের পাপ জন্ম জন্ম ধরে কাটাতে অপারগ থেকেছে, কিন্তু শুধু এটুকু জেনে নিয়েছে যে বাবা এসেছেন, তাহলেও কিছু না কিছু স্বীকৃতি দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েই যাবে। তো যেরকম বাবার সঙ্কল্প রয়েছে অসীম উত্তরাধিকার দেওয়ার, এবং সেটা নিশ্চিত হবেই হবে। সেরকম তোমাদের সকলের হৃদয়ে এই শুভ ভাবনা, শুভ কামনা উৎপন্ন হয় যে আমাদের সব ভাই-বোন অসীম উত্তরাধিকারের অধিকারী হোক? তাহলে, এই শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা কবে প্রত্যক্ষ রূপে হবে? সেই ডেট আগে নিজের হৃদয়ে ফিক্স করো, সংগঠনে ফিক্স করার আগে, প্রথমে হৃদয়ে করো তবে বিনাশের ডেট আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে

যাবে, চিন্তা ক'রো না। করুণার উদ্রেক হয় নাকি এই আনন্দেই থাকো যে, আমি তো অধিকারী হয়ে গেছি? আনন্দে থাকো, সেতো খুব ভালো কিন্তু করুণাময় বাবার বাচ্চারা এখন অসীম হেতু করুণা করো। যখন অন্যদের প্রতি করুণার সঞ্চার হবে তখন নিজের জন্য প্রথমে করুণার উদ্রেক হবে, তারপরে যে একটাই ছোট বিষয়ে তোমাদের পুরুষার্থ করতে হয়, তা' করার আবশ্যকতা থাকবে না। মাস্টার করুণাময়, মাস্টার দয়ালু, মার্সিফুল হয়ে যাও। এই গুণ ইমার্জ করো। অতএব, অন্যদের জন্য করুণার সঞ্চার ঘটলে নিজের জন্য করুণা আপনা থেকেই আসবে।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, বাপ-দাদার বাচ্চাদের কোন্ ধরনের ব্যাপার ভালো লাগে না, জানো তোমরা? বাচ্চাদের পরিশ্রম করা এবং বারবার যুদ্ধ করা, এটা বাপদাদার ভালো লাগে না। বাবা বলেও থাকেন - যে আমার যোগী বাচ্চারা! যোদ্ধা বাচ্চা বলেন না, যোগী বাচ্চা। তাহলে, যোগী বাচ্চাদের কি কাজ? যুদ্ধ করা? যুদ্ধ করা ভালো লাগে? হয়রানও হও আর তারপর যুদ্ধও করো। আজ প্রতিজ্ঞা করছ যে যুদ্ধ করবো না আর কিছু সময় পরে আবার যোগীর বদলে যোদ্ধা হয়ে যাও তোমরা। এটা কেন? বাপদাদা মনে করেন যে বাচ্চাদের যোগের প্রতি ভালবাসা কম , যুদ্ধের প্রতি ভালবাসা বেশি রয়েছে। তাহলে, আজ থেকে কি করবে? যোদ্ধা হবে নাকি নিরন্তর যোগী হবে?

বাপদাদা দেখেছেন - কত ১৮-ই জানুয়ারী চলে গেছে! আর ব্রহ্মা বাবা বিশেষভাবে তোমরা সব বাচ্চাকে আহ্বান করছেন যে আমার বাচ্চারা সমান হয়ে বতনে এসে যাও। বতন কী ভালো লাগে না? তবে কী যুদ্ধ করতেই ভালো লাগে? যুদ্ধ ক'রো না। আজ থেকে যুদ্ধ করা বন্ধ করো। করতে পারো তোমরা? বলো 'হাঁ জী'। তারপর আবার ফিরে গিয়ে পত্র লিখো না যে মায়া এসেছিল, যুদ্ধ করে তাড়িয়ে দিয়েছি। কারও কারও নিজের মায়া (পরিস্থিতি) আসে, আর কেউ কেউ অন্যের মায়াকে দেখে নিজে মায়ার প্রভাবে এসে যায়। এটা কেন, এটা কি.... অন্যের এই মায়া নিজের ভিতরে নিয়ে আসে। এটাও ক'রো না। মায়ার থেকে ছাড়ানো বাবার কাজ, তোমরা স্ব পুরুষার্থে তীব্র হও, তাহলে তোমাদের ভাইব্রেশন দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, শুভ ভাবনা দ্বারা অন্যদের মায়া সহজে পালিয়ে যাবে। যদি কেন, কি-তে যাবে তাহলে না তোমাদের মায়া যাবে, না অন্যদের যাবে। সেইজন্য যেভাবে নতুন বছরে পুরানো বছরকে বিদায় দিয়েছ - এখন ৯৬-এর বলবে না, ৯৭-এর বলবে তো না! যদি কেউ ভুল করে বলে দেয় তো তোমরা বলবে ৯৬ নয়, ৯৭। সেরকমই আজ কেন-কি, এভাবে-ওভাবে, এই সমস্ত শব্দ বিদায় দিয়ে দাও। কোশ্চেন মার্ক ক'রো না। বিন্দু লাগাও, নয়তো কোশ্চেন মার্ক শুরু হয়ে যাবে আর ব্যর্থের খাতা আরম্ভ। আর যখন ব্যর্থের খাতা আরম্ভ হয়ে যায় তখন শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। আর যেখানে শক্তি সমাপ্ত হলো, সেখানে মায়া বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সারকমস্ট্যান্স দ্বারা নিজের গ্রাহক বানিয়ে দেয়। তারপরে কী হও, যোগী নাকি যোদ্ধা? যোদ্ধা হয়ো না।পাক্কা প্রমিস করেছ? নাকি বাপদাদা বলেন তাই হ্যাঁ করেছ? পাক্কা করেছো? যখন বাইরে নিজের দেশে যাবে তখন কাঁচা হবে? শক্তিসমূহ কি বলে? হবে নাকি না? সবাই হ্যাঁ করে না, মানছি তোমাদের নিজের মধ্যে অল্প সন্দেহ রয়েছে। (সবাই হাঁ জী বলেছো) দেখো টি.ভি.-তে ফটো বের হচ্ছে! পরে বাপদাদা টি.ভি.র ক্যাসেট পাঠাবেন, কারণ বাবার প্রত্যেক বাচ্চার সাথে - নতুন হোক বা পুরানো, কিন্তু যে হৃদয় থেকে বলেছে আমার বাবা, শুধু বলেনি বরং মেনেছে এবং মেনে এগিয়ে চলছে, সেই এক একের সাথে বাবার হৃদয়ের অনুরাগ রয়েছে, শুধু কথায় অনুরাগ নয়।

বাপদাদা অনেক বাচ্চাদের নানা রকমের খেলা দেখতে থাকেন - আজকে বলবে বাবা, ও আমার বাবা, ও মিষ্টি বাবা, কী বলবো আর কী না বলবো... তুমিই হলে আমার জগৎ। অত্যন্ত মিষ্টি মিষ্টি কথাবার্তা বলতে থাকে আর তারপর দুই চার ঘন্টা পরে যদি কোনো পরিস্থিতি এসে যায়, তবে ভূত চেপে গেলো। পরিস্থিতি আসে না, ভূত চলে আসে। বাপদাদার কাছে সকলের সেই চিত্র আছে, যখন ভূত চাপে। দেখো, ভূতনাথ নামের একটা স্মরণিকও রয়েছে। সুতরাং বাপদাদা ভূতেদেরকেও দেখতে থাকেন - কোথা থেকে এলো, কী করে এলো তারপর কী করে তাড়ালো! এই খেলা দেখতে থাকেন। কেউ কেউ তো ঘাবড়ে গিয়ে হতোদ্যমনও হয়ে পড়ে। তারপর বাপদাদার এই শুভ সংকল্পই আসে যে, একে কারোর দ্বারা সঞ্জীবনী বুটি খাইয়ে সুরজিৎ করার। কিন্তু তারা মূর্ছাতে এতটাই ডুবে থাকে যে, সঞ্জীবনী বুটির দিকে ফিরেও তাকায় না। এই রকম করবে না। পুরো হুশ হারিয়ে ফেলবে না, একটু হুশ রেখো। এতটুকুও যদি হুশ থাকে, তবে তো বেঁচে যাবে।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, এই ফাইনাল পড়াশোনাতে প্রতিটি বাচ্চাকে তিন সার্টিফিকেট নিতে হবে - এক হলো নিজের, নিজের প্রতি সন্তুষ্ট - এই সার্টিফিকেট আর দ্বিতীয় হলো বাপদাদার দ্বারা আর তৃতীয় হলো পরিবারের সম্বন্ধ সম্পর্কে যারা আসবে তাদের সার্টিফিকেট। এই তিন সার্টিফিকেট যখন প্রাপ্ত হবে তখন বুঝবে যে পড়াশোনা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই রকম ভেবো না যে বাপদাদা তো আমার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনটি সার্টিফিকেটই চাই, একটি হলে চলবে না। তো চেক করো তিন সার্টিফিকেটের মধ্যে ক'টি সার্টিফিকেট পেয়েছি? বাবাকে ছাড়াও কোনো কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু পরিবারের সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেটের থেকেও অনেক কিছু প্রাপ্ত হয় । পরিবারের যত যত আত্মাদের থেকে যাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

হয়, যতজন ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হবে, ততই ভক্তরাও সন্তুষ্টতার সাথে তোমাদের পূজা করবে, কাজ চালানোর মতো নয়, হৃদয় দিয়ে করবে। সুতরাং এখানে ব্রাহ্মণ জীবনে যতজন ব্রাহ্মণ তোমাদের প্রতি স্নেহ, সম্মান অর্থাৎ রিগার্ড থাকবে, মন থেকে সন্তুষ্ট হবে, ততখানিই পূজ্য হবে। যিনি পূজনীয় হন, তার প্রতি স্নেহ আর সম্মান থাকে। তো যখন যখন জড় চিত্র গুলির পূজা হবে, তখন ততখানিই স্নেহ এবং রিগার্ডও লাভ হবে। সমগ্র কল্পের প্রালব্ধ এখন তৈরী হয়। শুধুমাত্র অর্ধ কল্পের প্রালব্ধ নয়, পূজ্যের প্রলব্ধও এখন তৈরী হয়। এই রকম মনে ক'রো না যে - আমার তো বাবার সাথেই কাজ চলে যাবে। না। পরিবারের প্রতি বাবার কতো ভালোবাসা রয়েছে! তো ফলো ফাদার করো। ব্রহ্মা বাবাকে দেখো, যেই ধরনেরই বাচ্চা হোক না কেন, শিক্ষা প্রদাতা হয়ে শিক্ষাও প্রদান করতেন কিন্তু শিক্ষার সাথে সাথে তার প্রতি আন্তরিক স্নেহও রাখতেন। আর এই ভালবাসা কোনো বাহুর বন্ধন নয়, এই চিহ্ন হলো - নিজের শুভ ভাবনার দ্বারা, শুভ কামনার দ্বারা যে কোনো মায়ায় বশীভূত আত্মাকে পরিবর্তন করা। যেই হোক, যেমনই হোক, ঘৃণা ভাব যেন না আসে, এ তো বদলাবেই না, এ তো এই রকমই - না। এখন আবশ্যক হলো করুণাময় হওয়ার। কেননা অনেক বাচ্চাই দুর্বল হওয়ার কারণে নিজের শক্তির আধারে বড় বড় সমস্যা গুলিকে অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়, তাই তোমরা সহযোগী হও। কীসের দ্বারা? কেবল শিক্ষা প্রদান করে নয়, আজকাল শিক্ষা বিনা ভালবাসা বা শুভ ভাবনা ছাড়া কেউই শুনতে চায় না। এ তো হলো ফাইনাল রেজাল্ট, শিক্ষা কাজে আসে না, বরং শিক্ষার সাথে সাথে শুভ ভাবনা, করুণার দ্বারা সহজে কাজ করে থাকে। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, বুঝতে পারছেন যে আজকে এই বাচ্চা এই ভুল করেছে, তবুও সেই বাচ্চাকে শিক্ষাও সুকৌশলে, যুক্তিপূর্ণ ভাবে দিতেন আর তারপর তাকে খুব ভালোবাসাও দিতেন, যার ফলে সে বুঝে যেতো যে আমার প্রতি বাবার ভালোবাসা রয়েছে আর সেই ভালোবাসাতে সে যে ভুল করেছে সেটা বোঝার শক্তিও সেই বাচ্চার মধ্যে এসে যেতো। তো ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা আজ খুব স্মরণ করেছো তাই না! তো ফলো ফাদার । বাবার সমান হওয়ার জন্য সাহস রয়েছে? সাহসিকতার জন্য অভিনন্দন। বাপদাদা তোমাদের অন্তরের করধ্বনি পূর্বেই শুনে নেন। তোমরা আনন্দের সাথে করতালি দিয়ে থাকো, কিন্তু হৃদয়ের করধ্বনি বাবার কাছে আগেই পৌঁছে যায়।

বাপদাদাও একটি মজার কথা বলবেন তোমাদেরকে। ব্রহ্মা বাবার আন্তরিক বার্তালাপ চলছিল! তো ব্রহ্মা বাবা বললেন "আমার তো একটি ব্যাপারের জন্য ডেট কনশাসনেস রয়েছে বাচ্চাদেরকে তো বলা হয় ডেট কনশাসনেস না হতে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা একটি ব্যাপারে ডেট কনশাস, কোন্ ডেট?" বাবা চান যে, আমার এক একটি বাচ্চা যাতে জীবন মুক্ত হয়ে যায়! এই রকম ভেবো না যে, অন্তিমে জীবনমুক্ত হবে, না। অনেক কালের জীবনমুক্ত স্থিতির অভ্যাস, অনেক কাল জীবনমুক্ত রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী বানাবে। তার পূর্বে যখন তোমরা এখন জীবনমুক্ত হয়ে যাবে, তবে তোমাদের জীবনমুক্ত স্থিতাবস্থার প্রভাব জীবনবন্ধ আত্মাদের বন্ধনকে সমাপ্ত করবে। তো এই সেবা করতে হবে না কি? করতে হবে তো না? তো তোমরা ব্রহ্মা বাবার ডেট কনশাস এর জবাব দাও। সেই ভেট কবে হবে যখন সবাই জীবনমুক্ত হবে? কোনো বন্ধন নেই। বন্ধনের লম্বা লিস্ট তোমরা বর্ণনা করে থাকো, ক্লাসও করিয়ে থাকো তার উপরে, তো বন্ধন গুলির অনেক লম্বা লিস্ট তো তোমরা বের করে থাকো, কিন্তু বাবা বলেন সব বন্ধন গুলির উপরেও একটি বন্ধন রয়েছে - দেহ ভাব এর বন্ধন। তার থেকে মুক্ত হও। দেহ নেই তো অন্য বন্ধন গুলি স্বভাবতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে । নিজেকে বর্তমান সময়ে 'আমি টিচার, আমি স্টুডেন্ট, আমি সেবাধারী, এ'সব ভাবার পরিবর্তে অমৃতবেলার থেকে এই অভ্যাস করো যে - "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, উপর থেকে এসেছি - এই পুরানো দুনিয়াতে, পুরানো শরীরে সেবা করবার জন্য।" 'আমি হলাম আত্মা' - এই পাঠ এখন আরও পাক্কা করো। তোমরা আত্মার ভাব ধারণ করো, তাহলে এই আত্মিক ভাব, মায়ার ভাবকে চিরকালের জন্য সমাপ্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মা ভাব - এটা এখন চলতে ফিরতে স্মৃতিতে যেন থাকে, এটা এখন আরও বেশী করে হওয়া চাই। ব্রহ্মা বাবা আত্মার পাঠ আদি থেকে কতবার করে পাক্কা করেছিলেন! দেওয়ালের উপরে পর্যন্ত আমি হলাম আত্মা, পরিবারের সবাই হলো আত্মা, এক একজনের নাম দেওয়ালে লিখে লিখে এই পাঠ পাক্কা করেছিলেন. ডায়রীর পর ডায়রী পর্যন্ত - আমি হলাম আত্মা, এও হলো আত্মা, এও হলো আত্মা লিখে লিখে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। তুমি নিজে আত্মার পাঠ এতখানি পাক্কা করেছো? আমি হলাম সেবাধারী, এই পাঠ কিছুটা পাক্কা হয়েছে, কিন্তু আমি আত্মা সেবাধারী, তবে জীবনমুক্ত হয়ে যাবে । প্রতিদিন শরীরে উপর থেকে অবতরিত হয়েছি, আমি হলাম অবতার, এই শরীরে অবতরিত আত্মা আমি, তাহলে আর যুদ্ধ করতে হবে না। আত্মা তো বিন্দু না? তাহলে সব কথা বা পরিস্থিতি বিন্দু হয়ে যাবে । কেমন আত্মা? প্রতিদিন একটি নতুন নতুন টাইটেল স্মৃতিতে রাখো। তোমাদের কাছে তো অনেক অনেক টাইটেলের লিস্ট আছে তাই না? প্রতিদিন নতুন একটি টাইটেল স্মৃতিতে রাখো যে, আমি হলাম এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মা। এটা সহজ নাকি কঠিন? আত্মা বিন্দু রূপে থাকবে, তবে ড্রামা বিন্দুও কাজে আসবে আর সমস্যা গুলিতেও সেকেন্ডে বিন্দু লাগাতে পারবে আর বিন্দু হয়ে পরমধামে বিন্দু চলে যাবে। যেতে হবে নাকি সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে? কোথায় যাবে? প্রথমে গৃহে যাবে নাকি রাজত্বে যাবে? বাবার সাথে পরমধাম ঘর পর্যন্ত তো যেত হবে না? নাকি সোজা রাজত্বে চলে যাবে,

বাবাকে জিজ্ঞাসাও করবে না? তো বিন্দু বাবার সাথে বিন্দু হয়ে আগে পরমধাম ঘরে যেতে হবে। এমনিই রাজত্বে যাওয়ার পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। পরমধাম থেকে রাজধানীতে যাওয়ার পাসপোর্ট অটোমেটিক পেয়ে যাবে, কাউকে (হাতে তুলে) দেওয়ার দরকার হবে না। যত নিকটে থাকবে, সেই অনুযায়ীই নম্বর অনুসারে পরমধাম থেকে রাজত্বে আসবে। পরমধাম থেকে প্রথম কোন্ আত্মা যাবে? কার সাথে যাবে? ব্রহ্মা বাবার সাথে যাবে! রাজত্বেও সকলে একসাথে যাবে নাকি দ্বিতীয়, তৃতীয় জন্মে আসবে? যেতে চাও তো না? ভালোবাসা আছে না? ব্রহ্মা বাবাকে ছেড়ে যাবে না তো না? সাথে যাবে? তো বাপদাদা ডেট বলবেন নাকি বলবেন না? (বাপদাদা বলবেন) বাপদাদা তো বলছেন, এখন হও। তবে বাবাও ডেট কনশাস থেকে সরে আসবেন। দেখো, ব্রহ্মা বাবা কি কালকের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন? তৎক্ষণাৎ করা দানেই মহাপূণ্য। তীব্র পুরুষার্থ করেছিলেন। কালকের অপেক্ষা করেননি যে কাল কি হবে? পরিবার কীকরে চলবে? আজকে যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে আর কালকে যা হবে সেও খুব ভালো হবে। তবেই তো তৎক্ষণাৎ করা দানে মহাপূণ্য, ফল স্বরূপ প্রথম নম্বর মহান হলেন। এখন বাচ্চাদেরকে তৎক্ষণাৎ দানী হওয়া উচিত। সংকল্প করলে আর তৎক্ষণাৎ দান মহাবলি হও। যখন হাত তুলতে বলা হয় যে, ফার্স্ট ডিভিশনে কে কে যাবে? তখন সবাই হাত তোলে। এখনও হাত তুলতে বললে সবাই হাত তুলবে. বাপদাদা জানেন যে, কেউই হাত নীচে করবে না। প্রথম ডিভিশনে যদি আসবে, তবে প্রথম নম্বরে যে তাঁকে তো ফলো করো। ফলো করা সহজ - ব্যস্ ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রাখো। কপি করো। কপি করতে জানো নাকি জানো না? ফলো করতে জানো? তাহলে ফলো করো তবে আর কী। আচ্ছা।

এখনই এখনই সবাই যারা বসে আছো, এক সেকেন্ডে অশরীরী আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। শরীরের বোধে এসো না। আত্মা পরম আত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) এই রকম অভ্যাস বারে বারে কর্ম করতে করতেও করতে থাকো। সুইচ অন করলে আর সেকেন্ডে অশরীরী হও। এই অভ্যাস কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করাবে।

চতুর্দিকের সমর্থ আত্মাদেরকে, সর্বদা বাপদাদাকে ফলো করে থাকা সহজ পুরুষার্থী বাচ্চাদেরকে, সদা এক বাবা, একাগ্র বুদ্ধি, একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা, বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবার সাথে ফিরে যাবে, এই রকম বাবার স্নেহী, সহযোগী, সেবাধারী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- অবিনাশী সোহাগ (স্বামী বর্তমান থাকবে) আর ভাগ্যের তিলকধারী তথা ভবিষ্যতের রাজ্য তিলকধারী ভব

সঙ্গমযুগে দেবতাদের দেবতার সোহাগ আর পরমাত্ম বা ঈশ্বরীয় সন্তানের ভাগ্যের তিলক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যদি এই সোহাগ আর ভাগ্যের তিলক অবিনাশী থাকে, মায়া এই তিলককে মুছে দেয় না। তো এখানকার সোহাগ আর ভাগ্যের তিলকধারীও ভবিষ্যতের রাজ্য তিলকধারী হয়ে থাকে। প্রত্যেক জন্মে রাজ্য তিলক এর উৎসব হয়ে থাকে। রাজার সাথে রয়্যাল ফ্যামিলিরও তিলক দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ- সর্বদা এক এর স্নেহে সমাহিত থাকো, তবে এই ভালোবাসা (মুহব্বত) পরিশ্রমের (মেহনতকে) অবসান ঘটাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light

Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;